দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 JAN 2010
পৃষ্ঠা

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা

বারবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের নিম্নমান এবং নানা রকম অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতির কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে একাধিকবার প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরও রেজিস্ট্রেশনের শর্ত মানার গরজ বোধ করছে না ৪৭টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ৫১টির মধ্যে ৪৫টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চলছে নিজস্ব ক্যাম্পাস ছাড়াই। ইতোপূর্বে দেখা গেছে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সার্বিক পরিচালনায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত আইনটি যখনই চূড়ান্ত হওয়ার পথে অগ্রসর হয়, তখনই বেসরকারী এইসব উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের পক্ষ থেকে আসে উপর্যুপরি চাপ। তারপরও বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষের দিকে অনেক চড়াই উৎরাই-এর পর তা অধ্যাদেশ আকারে জারি হয়। তবে আইনী বাধ্যবাধকতার কারণে সংসদে তা গৃহীত না হওয়ায় বাতিল হয়ে যায়। পরে প্রস্তাবিত আইনটি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বৃহৎ কাজ করার পর একাধিকবার মন্ত্রী সভায় সেটি পেশ করা হয়। আইনটি বাস্তবায়িত হলে দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে- এই অভিযোগ তুলে বাংলাদেশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি (এপিইউবি) প্রতিবারই এতে বাদ সাধে। বর্তমানে সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বহুল আলোচিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯ আগামী সোমবার মন্ত্রী সভার নির্ধারিত বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করার কথা রয়েছে। পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাসের ব্যাপারে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের আপত্তি ও অনাস্থা দেখা গেলে পুরনো আইন কঠোরভাবে অনুসরণের কোন বিকল্প থাকবে না। সে ক্ষেত্রে শর্ত অনুসরণ না করার কারণে ৪৭টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ই বন্ধ হয়ে যাবে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশীর ভাগের নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকা, শিক্ষার মান মানসম্পন্ন না হওয়া, মাত্রাতিরিক্ত টিউশন ফি এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার অভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে বহু অভিযোগ। অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসের বদলে ভাড়া করা বাড়ী এবং নিজস্ব শিক্ষকমণ্ডলীর পরিবর্তে স্বল্পসংখ্যক খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সাইনবোর্ড সর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই যেনতেনভাবে চললেও বাণিজ্যিক ফায়দা লুটাই যে মুখ্য উদ্দেশ্য- তা সবারই জানা। কোন কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন দেশের এফিলিয়েশনভুক্ত বা স্থানীয় ক্যাম্পাস দাবী করে সরল ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াসহ কয়েকটি দেশের হাইকমিশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে এসব দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নেই বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়ার পরও এই অবিরাম প্রচারণায় কোন বিরতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা প্রত্যাশিত হলেও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সবের বালাই নেই বললেই চলে। উচ্চতর শিক্ষার নামে অত্যধিক বাণিজ্যমনস্কতা এবং দায়সারা গোছের শিক্ষাদানের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে বিভিন্ন সময়ে কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার পরও সেগুলোর শিক্ষার মান এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আসতে পারেনি। এ ব্যাপারে চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উল্লেখিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টার অভাব অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও হতাশাব্যঞ্জক। সঙ্গত কারণেই ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেছেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষাবান্ধব নতুন আইনের বিরোধিতা যারা করছেন, তারা বেসরকারী খাতে উচ্চশিক্ষা প্রদান কার্যক্রমে শৃংখলা চান না। নতুন আর কেউ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন তাও তারা চান না। তারা চান শিক্ষার নামে মনোপলি ব্যবসা।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় না থাকার দরুন প্রতিবছর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচণ্ড চাপ এবং লাগামহীন ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির জেরে সেশনজট ও অন্যান্য সমস্যা থেকে উচ্চ শিক্ষাকে মুক্ত করতে ১৯৯২ সালে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। আশা করা হয়েছিল, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশৃংখলা দূর করে শিক্ষার মানোন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক প্রবণতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও বৈষম্যের দরুন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছানোর বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ। সম্প্রতি প্রেসিডেন্টের কাছে পেশকৃত ইউজিসি'র প্রতিবেদনেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান এবং টিউশন ফিসহ অন্যান্য ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করা হয়। সেবাই যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে পরবর্তীতেও সেই মনমানসিকতাই লালন করা উচিত। সেবা বাদ দিয়ে বাণিজ্যমনস্কতা কখনোই প্রত্যাশিত নয়। দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই বেসরকারী সর্বোচ্চ শিক্ষায়তনগুলোকে স্বেচ্ছাচারিতা ও বাণিজ্যিক প্রবণতামুক্ত করে একটি গ্রহণযোগ্য মানে আনাই সময়ের দাবী। প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে বেসরকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারে যথাযথ ভূমিকা রাখুক এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করুক- এটাই কাম্য।